

116

গফরগাঁওয়ে ডিগ্রী পরীক্ষা

কেন্দ্র প্রসঙ্গে
গত ১২-৯-৮৭ ইং তারিখে দৈনিক সংবাদ-এর চিঠিপত্র কলামে গফরগাঁওয়ে ডিগ্রী পরীক্ষা কেন্দ্র প্রসঙ্গে জনৈক গফরগাঁও বাসীর চিঠিটি আমাদের দৃষ্টি-গোচর হয়েছে। চিঠিতে জানতে পারলাম গত এইচ, এস, সি পরীক্ষায় গফরগাঁওয়ে অবাধে নকল হয়েছে। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন এই জনৈক ব্যক্তির দৃষ্টি-শক্তি কি এতই প্রবল যে, যেখানে ৪/৫টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিকগণ গফরগাঁওয়ের নকল-প্রবণতার উপর কোন রিপোর্ট দিতে পারেননি, সেখানে উনি নকল প্রবণতা দেখেছেন? আমরা দেখে বুঝতে অস্বীকার হচ্ছে উনি যদি সত্য কথাই লিখবেন তবে তার নাম-ঠিকানা সহ লেখাটি ছাপা হল না কেন?
সুতরাং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সনীপে আবেদন--এই জনৈক ব্যক্তির কথা বিশ্লেষণ করে গফরগাঁওয়ের ডিগ্রী পরীক্ষা কেন্দ্র না কেটে আপনার স্থানীয় প্রশাসন এবং সাংবাদিকদের নিকট থেকে রিপোর্ট গ্রহণ করে ব্যবস্থা নিন।

শাহজাহান সিরাজী
গফরগাঁও সরকারী কলেজ,
গফরগাঁও।

গফরগাঁও-এ ডিগ্রী পরীক্ষার

কেন্দ্র চালু না করা হোক
গফরগাঁও-এ ডিগ্রী পরীক্ষার কেন্দ্র চালু হচ্ছে জেনে খুবই অবাক হলাম। যে গফরগাঁও-এ গত কয়েক বছর যাবৎ এস, এস, সি, এইচ, এস, সি এবং মাদ্রাসা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন রাখিল পরীক্ষার আকাশচুম্বী নকল হচ্ছে সেই গফরগাঁও-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন যুক্তিতে সেখানে ডিগ্রী কেন্দ্র দেবার চিন্তা-ভাবনা করছেন তা সাধারণ মানুষের বোধ-গম্য নয়। গত এস, এস, সি, ও এইচ, এস, সি পরীক্ষায় অবাধ নকলের চিত্র স্বচক্ষে না দেখলে কোন বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বিশ্বাস করতে পারবে না। পরীক্ষা শুরু সাথে সাথেই অধিকাংশ পরীক্ষার্থী প্রশ্নপত্র-সম্মত খাতা বাইরে নিয়ে বিভিন্ন ছাত্রাবাস এবং বাসায় নিয়ে লিখে জমা দিচ্ছে। সেখানে কর্তব্যরত শিক্ষকগণ অসহায় নীরব বন্দকের তুন্দিকা পালন করছেন মাত্র। এইচ, এস, সি পরীক্ষায় নকল ঠেকাতে ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসক এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক গফরগাঁয়ে গিয়েছিলেন দাঙ্গা পুলিশ বাহিনীসহ। কিন্তু সেখানের ছাত্র-জনতা এবং পরীক্ষার্থীদের চাপের মুখে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই হল গফরগাঁও-এ পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের করুণ চিত্র।

গত ১৮ই তারিখ "সংবাদ"-এর চিঠিপত্র কলামে জনৈক গফরগাঁওবাসীর লিপিত পত্রখানি আমি খুবই যুক্তিবদ্ধ বলে মনে করি। উক্ত চিঠিতে গফরগাঁওয়ে নকলবাজির কিছুটা সঠিক চিত্র ফটে উঠেছে। আমিও উক্ত পত্রলেখকের দাবীর সাথে একমত যে, গফরগাঁও-এ ডিগ্রী পরীক্ষা কেন্দ্র চালু করা কিছুতেই ঠিক হবে না।

মো: শীহদজ্জামান খোকন
গোহাইল কান্দি (মীরভাড়া)
পো: ও জেলা : ময়মনসিংহ।
(আমরা পরীক্ষাকেন্দ্রের পক্ষে এবং বিপক্ষে দু'ধরনেরই মতামতের সন্নিবিষ্ট ছেপেছি। চর্চা পরীক্ষা কেন্দ্র স্থগিত রাখলেই নকলের সুরাহা হয় না। এরপরও সংক্রান্ত আর কোন চিঠি ছাপা হবে না।
সম্পাদক)